যুক্তিবাদের বিজয় প্রসঙ্গে

অভিজিতদাকে আন্তরিক সাধুবাদ এমন একটি তাজা সুখবর আমাদের শোনানোর জন্য । র‍্যাশনালিষ্ট আন্তর্জাতিকের প্রেসিডেন্ট যুক্তিবাদী স্যানাল এডমারাকুর চ্যালেঞ্জের কাছে ধরাশায়ী হয়েছে ভারতের একজন স্বনামাখ্যাত তান্ত্রিক । এটা নিঃসন্দেহে যুক্তিবাদী তথা বিজ্ঞানমস্কদের জন্য একটি আনন্দের বার্তা । অভিজিতদা যে বেশ উচ্ছসিত হয়েছেন সেটা বোঝা যায় তাঁর লেখায় । তবে আমি খুব বেশী উল্লসিত হতে পারিনি । কেন হতে পারিনি এবং আরো কী করলে উল্লসিত হওয়া যাবে-সেটা নিয়েই এই লেখা ।

প্রথমত, যেসব টিভি-দর্শক অনুষ্ঠানটি দেখছিলেন, আপনারা(মানে আমার যুক্তিবাদী বন্ধুরা) কি মনে করেন তাদের সবাই এই ঘটনায় এক নিমেষে ব্ল্যাক ম্যাজিকের উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলবে ? বা তান্ত্রিকদের উপর সমস্ত বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যাবে ? আমার তা মনে হয় না । তন্ত্র-মন্ত্র, যাদুটোনা বা বান-মারা(black magic) প্রভৃতিতে যারা বিশ্বাস করে, তাদের মনস্তত্ত্বটা আগে আমাদের বুঝার চেষ্টা করতে হবে ।

১) সাধারণভাবে, মানুষের মন বিশ্বাস করার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকে । আরো সঠিকভাবে বললে, যাদের মধ্যে হরেক রকম কুসংস্কার কাজ করে পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে অথবা পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাব রয়েছে, তাদের মন বিশ্বাস করার জন্য মুখিয়ে থাকে । সংসারের হাজারো সমস্যাসঙ্কুলতা, হতাশা, অসহায়ত্ব এবং আত্মবিশ্বাসের অভাব এর মূলে কাজ করে যা অবচেতনে একজন অতিমানবকে খোজে যেকিনা বহু সমস্যার সমাধান দেবে । আর শিক্ষতশ্রেণীর মধ্যে যারা এসব অন্ধবিশ্বাস আঁকড়ে থাকেন, তারা সেটা করেন সম্ভবত আজন্ম মানসে গেঁথে যাওয়া সংস্কারের কারণে ।

২) যারা অনুষ্ঠানটি দেখেছেন, তাদের মধ্যে অনেকেই কিন্তু নিজেকে এই বলে সান্তণা দেবে যে, ক) হয়তো তান্ত্রিকটি সত্যিকারের বা বড় কোন তান্ত্রিক ছিল না । সত্যিকারের তান্ত্রিক হলে নিশ্চয়ই তন্ত্রের ক্ষমতা দেখাতে এতটা সময় লাগেনা ।

খ) আজকালকার যুগের তান্ত্রিকরা সব ভেজাল হয়ে গেছে, জেনুইন তান্ত্রিক বা (মুসলমানের) ফকীর পাওয়াটা আজকাল খুব কঠিন । জেনুইন তান্ত্রিকদেরকে সবসময় লোকালয়ে দেখা যায় না ।

গ) হয়তো কোন কারণে সেদিন তাঁর মন্ত্র কাজ করেনি-হয়তো দেবতা সেদিন খুব প্রসন্ন ছিলেন না বা তাঁর মন্ত্র পড়ার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন ত্রুটি হয়েছিল । মন্ত্র পড়ার মধ্যে যতটা ভক্তি মেশানো থাকার কথা, সেটা হয়তো ছিল না ।

ঘ) নিশ্চয়ই ঐ তান্ত্রিকটি এমন কোন কিছু করেছে, যার কারণে তাঁর সেই প্রভাব এখন নষ্ট হয়ে গিয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি ।

তাহলে মুক্ত-মনার এবং র‍্যাশনালিষ্ট আন্তর্জাতিক ফোরামের যুক্তিবাদীদের করণীয় কি ? এধরণের

চ্যালেঞ্জের অবশ্যই একটা প্রভাব মানুষের উপর পড়বে । তবে,- ১) এদেরকে শুধু চ্যালেঞ্জের মাধ্যমে ধরাশায়ী করলেই হবে না, কি কারণে তন্ত্র-মন্ত্রগুলো কাজ করল না এবং কেন বা কী কোশলে অন্য পরিবেশে, তাদের নিজেদের আস্তানায় তারা অনেক কিছু দেখিয়ে মানুষের চোখে বিভ্রম ঘটাতে পারে সেটা উপস্থিত দর্শকদেরকে সহজ ও মনোগ্রাহী ভাষায় যুক্তিসহকারে বুঝিয়ে বলতে হবে ।

যেমন, সাঁইবাবার মত ভন্ড সাধুরা কিভাবে 'শূন্যে পদ্মাসন পেতে বসেন বা কাউকে শোয়া অবস্থায় শূন্যের মধ্যে ঝুলিয়ে রাখেন' বলে দেখিয়ে দর্শকদের বিভ্রান্ত করেন, শ্রদ্ধেয় প্রবীর ঘোষ সেসব হাতেনাতে প্রাকটিক্যালি নিজে করে দেখিয়ে দেন অগণিত দর্শকের সামনে ।

২) প্রয়োজন আরো বেশী সমন্বিত উদ্যোগের । বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদ-সম্পর্কিত বই-পুস্তক, ইন্টারনেট ম্যাগাজিন এবং ইন্টারনেট সংবাদপত্র এবং প্রিন্টেড ম্যাগাজিন বা সংবাদপত্র বিশেষ করে বাংলাদেশ, ভারত এবং পাকিস্তানের প্রত্যন্ত এলাকায় ছড়িয়ে দেয়ার জন্য আরো বেশী করে সমন্বিত পদক্ষেপ নিতে হবে ।

৩) এসব দেশের মধ্যে যারা যুক্তিবাদী ইন্টারন্যাশনালের অন্তর্জালিক সাইটের ফোরাম সদস্য তাঁদের সাথে লিঁয়াজো করে, তাদের নিজ নিজ দেশের নিজ নিজ এলাকায় প্রচারের মাধ্যমে আরো সদস্য সংগ্রহ করে স্থানীয় পর্যায়ে স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে অথবা এনজিওগুলোর সাহায্য নিয়ে সীমিত পরিসরে হলেও যুক্তিবাদভিত্তিক পাঠাগার গড়ে তোলার জন্য উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে । এট আমার একটি প্রস্তাব মাত্র যা হয়তো অনেকটাই স্বপ্ন-এর মধ্যে প্রায়োগিক এবং পদ্ধতিগত ত্রুটি থাকতে পারে । তবে কেউ এর চেয়ে বাস্তবোচিত এবং প্রয়োগযোগ্য কিছু যদি বের করেন তবে আমি খুশি হব । তা না হলে, শুধু নিজেদের মধ্যে অন্তর্জালিক ডিসকাশন বা ডিবেটের মধ্যে অবসেস্ড হয়ে থাকলে, কাজের কাজ কিছুই হবে বলে আমার মনে হয় না । আর তার ফল হবে, আরো বহু পুরুষ বা নারী তসলিমাকে ভারত ছেড়ে পালাতে হবে যার বস্তুগত শর্ত সগোরবে বিরাজমান রয়েছে । বস্তুগত শর্তগুলিকে উপেক্ষা করে শুধুমাত্র 'ভোটের রাজনীতির নোংরামি'-কে দোষারোপ করলে আর ডিসকাশনে মজে থাকলে সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সম্ভব হবে না । পরবর্তীতে কোন সময় এ নিয়ে বিস্তারিত লেখার ইচ্ছে রইল । তবে, উপসংহারে শুধু এটুকু বলতে পারি, যে যুক্তিবাদের সত্যিকার বিজয় হবে সেদিন, যেদিন হুমায়ুন আজাদ বা তসলিমা নাসরিনদেরকে নিজ বাসভূমে পরবাসী হয়ে থাকতে হবে না ।

রবিউল ইসলাম, নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র ।